দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সিলেটে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ ॥ অগ্নিসংযোগ ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ঃ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর তালতলা এলাকায় ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানপাট ও অফিস ভবন ভাংচুর এবং মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে ৩ রাউন্ড গুলি ও ৮/১০টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি শাহরীয়ার আলম সামাদ ও মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক পীযূষ কান্তি দে গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জানা যায়, আধিপত্য বিস্তারকে

(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

সিলেটে ছাত্রলীগের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র করে বুধবার রাতে সিলেট ছাত্রলীগের পীযূষ গ্রুপ ও সামাদ গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে সামাদ গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে পীযূষ গ্রুপ স্থানটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার জের ধরে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে পীযূষ গ্রুপের ৩০/৪০ নেতাকর্মী নগরীর রেজিস্ট্রারি মাঠে অবস্থান নেয়। এসময় সামাদ গ্রুপের কর্মীরা এসে ধাওয়া দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় পীযূষ গ্রুপের নেতাকর্মীরা মাঠ ছেড়ে দিলে সামাদ গ্রুপ মাঠ এলাকা তাদের দখলে নেয়। ঘটনার সময় মাঠে থাকা ৩টি মোটরসাইকেল, ৩টি বাইসাইকেল, ১টি রিক্সা ও অস্থায়ী কয়েকটি কাপড়ের দোকানে অগ্নিসংযোগসহ রেজিস্ট্রারি অফিস, গণপূর্ত অফিস, ইসলামী ব্যাংক তালতলা শাখার দরজা ও জানালার গ্লাস ভাংচুর করা হয়।

রাত ১২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক মোঃ শাহজাহান ও মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা অবস্থা বুঝতে পেরে আগে থেকেই দোকান বন্ধ করে চলে যাই। যাওয়ার পরক্ষণেই খবর পাই মাঠে আগুন দেয়া হয়েছে। আর এ আগুনে সব শেষ হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তারা।